ধীরেন গাঙ্গুলীর প্রযোজনায়
শৈলজানন্দের কাহিনী অবলম্বনে

শৃঙ্খল

ডি, জি, পিকচার্সের নিবেদন

S. DEY-STUDIO.

28-3-47

শৃঙ্খল

কাহিনী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

পরিচালনা :—ধীরেন গাঙ্গুলী

সংলাপ :—ফণীন্দ্র পাল, পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

গীতিকার :—প্রণব রায়

চিত্র-শিল্পী :—সুরেশ দাস

,, সহকারী—অনিল গুপ্ত, ও বীরেন শীল

শব্দ-যন্ত্রী :—শিশির চাটার্জ্জী

ঐ সহকারী :—সন্তু বোস

রসায়নাগার অধ্যক্ষ :—ধীরেন দাস গুপ্ত

,, সহকারী : শম্ভু সাহা এস, কে, মধু সামান্য রায়, ননী দাস

সঙ্গীত পরিচালক :—বিনোদ গাঙ্গুলী

সহযোগীতায় :—ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্র।

স্থির চিত্র শিল্পী :—সত্য সান্যাল

রূপ-সজ্জা :—সুধীর দত্ত, অনিল ঘোষ, অক্ষয় দাস

সজ্জাকর : —ফকির মহম্মদ, মদন বিশ্বাস

সম্পাদক :—রাজেন চৌধুরী

ঐ সহকারী :—গোবর্দ্ধন অধিকারী, ও কালী সাহা

প্রচার-সচিব :—ফণীন্দ্র পাল

শিল্প-নির্দ্দেশক :— সত্যেন রায় চৌধুরী

,, সহকারী :—গৌর পোদ্দার, ও রমেশ অধিকারী

ব্যবস্থাপক : হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

,, সহকারী :— বিভূতি দাস

সহকারী পরিচালক :— গণেশ চট্টোপাধ্যায়, রামদাস চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকায় :—মলিনা, অমিতা, কল্পনা, আশা, বেলা, দেবী মুখার্জ্জী, জহর গাঙ্গুলী ধীরেন গাঙ্গুলী, নবদ্বীপ হালদার, রঞ্জিত রায়, অশু বোস, বিনয় গোস্বামী, কমল চ্যাটার্জ্জি, বিভূতি, হরিদাস, প্রভৃতি।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও হইতে গৃহীত।

হরিপদ ইতিমধ্যে পদ্মাবতীর নামে দশ হা
দোকান বড় করার দরুণ
পাকাপাকি

শৃঙ্খল

(কাহিণী)

হরিপদ চল্লিশটা কা বেতনের দরিদ্র কেরানী। সংসারে তাহার আর কেহ নাই। বোকা বোকা ভালমানুষ লোক। পৃথিবীর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অল্প। অফিসের চাকরীটুকু ছাড়া তাহার জীবনে আর কোন অবলম্বন নাই। এই হরিপদর জীবনে আকস্মিক ভাবে একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। সাধারণের নিকট ঘটনাটি সামান্য কিন্তু আত্মীয়স্বজনহীন দরিদ্র কেরানী হরিপদর জীবনে ঘটনাটি সামান্য নয়।

ঘটনাটি আর কিছুই নয়, বিবাহ। পাত্রী পদ্মাবতী শুধু সুন্দরী নয়, সে অফিসের মালিক পশুপতি বাবুর একমাত্র শ্যালিকা। পশুপতি নিজেই এই বিবাহের ঘটকালি করেন। এই বিবাহের অন্তরালে মানুষের মনের বিচিত্র কামনার আর একটি যে গভীর কাহিণী ছিল, তাহা লইয়া 'শৃঙ্খল' রচিত হইয়াছে।

অর্থ, প্রতিপত্তি, নির্বিঘ্ন সংসার কিছুরই অভাব পশুপতির ছিল না কিন্তু কি জানি কেন সুন্দরী শ্যালিকা পদ্মাবতীর প্রতি পশুপতির মনে যে কলঙ্কিত মোহের সঞ্চার হইয়াছিল তাহার উগ্রতায় পশুপতিকে পশুর মত নির্লজ্জ করিয়া তুলিয়াছিল। দিদি ও জামাইবাবু ছাড়া পদ্মাবতীর আপনার বলিতে আর কেহ ছিল না। পদ্মাবতীর সম্বন্ধে পশুপতির এই মনের গতি তাহার স্ত্রী এমন কি পদ্মীবতীর নিকটেও সন্দেহাতীত রাখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। একটি নারীকে অবৈধ ভাবে জয় করার জন্য মানুষ কত রকম ছলনা ও কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে পশুপতির ব্যবহারে পর পর তাহাই প্রমাণ হইতে লাগিল।

...ঞ্জাল

ম...পাধ্যায়

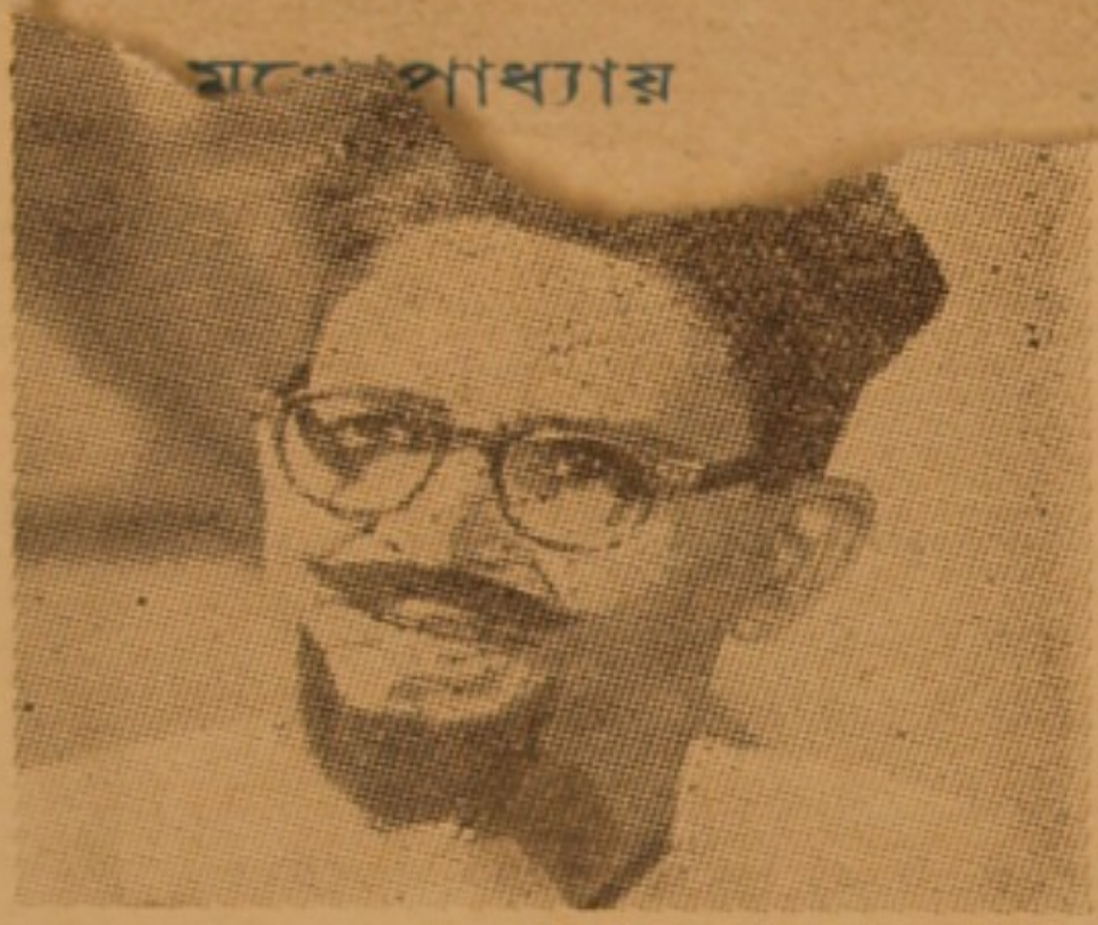

বাড়ীতে যে অবাধ মেলামেশা করার চেষ্টা দৃষ্টীকটু হইয়া উঠিতেছিল, হরিপদর সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ দিয়া পশুপতি তাহার পথ আরও প্রশস্ত করিয়া লইল। প্রায়ই দেখা যায় হরিপদর অনুপস্থিতিতে পশুপতি পদ্মার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়। শ্যালিকা সম্পর্কে জামাইবাবুর সহিত যতখানি হাসি ঠাট্টার অধিকার আছে পদ্মা তাহার বেশী এতটুকুও অগ্রসর হয় না কিন্তু সেই সম্পর্কের সুযোগ লইয়া পশুপতি যেন কথাবার্তায় কিছু বাড়াবাড়িই করে। পদ্মাবতীকে আজকাল সে ছোট গিন্নী বলিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছে। পশুপতির পীড়াপীড়িতে পদ্মাকে মাঝে মাঝে মোটরে বেড়াইতে যাইতে হয়; কখনও কখনও সিনেমা-থিয়েটারেও তাহাদের দুইজনকে একসঙ্গে দেখা যায়। এমনি দিনগুলিতে হরিপদ যেন নিজেকে আরও অসহায় বোধ করে, তাহার যে সকল ভার পদ্মাবতী নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে সেইখানেই হরিপদ সবচেয়ে বেশী অসহায়। পশুপতির এমনি অকস্মাৎ আবির্ভাবের ফলে অনেক দিন হরিপদ অফিসের সময় ভাত পায় না; ক্লান্ত শরীরে অফিস হইতে ফিরিবার পর তাহাকে সম্ভাষণ করিবার জন্য বাড়ীতে কেহ থাকেনা।

গোবেচারী সরল-সহজ হরিপদকে লইয়া পদ্মাবতীর-সংসার বেশ ভালই চলিতেছিল। প্রণয়ের মধুর পরিবেশে যে কৌতুক উচ্ছলতা আসিয়া পড়ে কেরানী হরিপদ তাহার রস ও রহস্যে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার উপর সে দরিদ্র, এবং সেইখানেই পদ্মাবতীর মনে যেন কোথায় অশান্তি ধুমায়িত হইয়া উঠিতেছিল।

একদিন দেখা গেল স্ত্রীর প্ররোচনায় নিরীহ হরিপদ কেরাণীগিরির পদে ইস্তাফা দিয়া একটী মণিহারী ও মুদীর দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। দোকানের মুলধন জোগাড় হইয়াছিল পদ্মাবতীর গহণাগুলি বন্ধক দিয়া, দোকানের নাম 'পদ্মাবতী ষ্টোরস'।

'পদ্মাবতী ষ্টোরস' হরিপদর পরিশ্রমে দিনের পর দিন বড় হইয়া উঠিল।

হরিপদ ইতিমধ্যে পদ্মাবতীর নামে দশ হাজার টাকার জীবন বীমা করিয়াছে। দোকান বড় করার দরুণ পাশের ঘরটিও হরিপদ লইবে স্থির করিয়াছে। কথাবার্ত্তা পাকাপাকি করিয়া সে বাড়ীতে টাকা আনিবার জন্য গেল। গিয়া দেখে তাহার নূতন দোকান খুলিবার জন্য আয়রণ - চেষ্টে রাখা সঞ্চিত অর্থ লইয়া পদ্মাবতী তাহার দাদাবাবুর সহিত গহণা কিনিতে চলিয়া গিয়াছে।

তাহার বাড়ীতে পশুপতির অবাধ যাতায়াত, পদ্মাবতীর না-বলিয়া-কহিয়া জামাইবাবুর সহিত বেড়াইতে যাওয়া কোনদিন হরিপদর মনে কোন ঈর্ষা, সংশয় বা সন্দেহের রেখাপাত করে নাই। কিন্তু আজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ক্ষোভে লজ্জায় তাহার মনে হইল পদ্মাবতী কোন দিনই তাহার সংসারে তাহাকে লইয়া সুখী হইতে পারিবেনা। হরিপদ শূন্য আয়রণ - চেষ্টে পদ্মাবতীর নামে একটি পত্র লিখিয়া নিরুদ্দেশে চলিয়া গেল।

হরিপদর নিরুদ্দেশের সুযোগ লইয়া পশুপতি তাহার ছলনার জালে পদ্মাবতীকে জড়াইবার চেষ্টা করিল। পশুপতি হরিপদর দোকানের কর্ম্মচারী

রক্ষিতের সহায়তায় হরিপদর রেলে কাটা পড়িয়া অপমৃত্যুর সংবাদ চারিদিক প্রচার করিল। এমনকি পদ্মাবতীর নামে হরিপদর করা জীবন-বীমার টাকাও পশুপতি পদ্মাবতীকে আনিয়া দিল। 'পদ্মাবতী ষ্টোরস-ও' এখনও পশুপতির দখলে। দোকানের কর্ম্মচারিদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে, নবীন বলিয়া একটি কর্ম্মচারী তাহার অগ্রণী। সর্ব্বদিক দিয়া পশুপতির চক্রান্ত-শৃঙ্খল যখন পদ্মাবতীকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে তখন এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইল।

কে এই সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসীকে হরিপদর বাড়ীর নিকট উঁকি ঝুঁকি মারিতে দেখা গেল। পশুপতি তাহাকে দেখিয়া আর এক নূতন ফন্দী আঁটিল। পদ্মাবতী এখনও হরিপদর মৃত্যু বিশ্বাস করিতে চায় না। যেমন করিয়াই হউক তাহাকে বিশ্বাস করাইতে হইবে যে হরিপদ মরিয়াছে। হরিপদ মরিয়াছে বলিয়া কি পদ্মাবতীর এই ভরাযৌবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। পশুপতি এই কথাটি পদ্মাবতীকে বুঝাইতে চায়।

সন্ন্যাসীর কাছে পশুপতি জানিতে চাহিল সে হাত দেখিতে জানে কিনা। সন্ন্যাসী জানাইল সে হাত দেখিতে জানেনা। পশুপতি বলিল, হাত তাহাকে সত্য-সত্যই দেখিতে হইবে না শুধু হাত দেখার অভিনয় করিয়া একটি মেয়েকে বলিতে হইবে তাহার স্বামী বাঁচিয়া নাই; অপঘাতে মরিয়াছে। এই অভিনয়টুকু করিতে পারিলে সে আশাতিরিক্ত ভাবে পুরস্কৃত হইবে। সন্ন্যাসী এক সর্ত্তে রাজী হইল যে সে হাত দেখার সময় কথা বলিবেনা, লিখিয়া সব কথা জানাইবে।

কে এই মৌনী সন্ন্যাসী! হরিপদর কি সত্যই অপমৃত্যু ঘটিয়াছে! পদ্মাবতী কি তাহার স্বামীর প্রণয়-বন্ধনে সুখী হয় নাই!

মানব মনের বিচিত্র সেই কাহিনী রূপালী পর্দ্দায় পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

(১)

(মীনার গান)

মধুমালা রূপকুমারী
ঘুমায় কুসুম শয়নে,
রাজার কুমার আসবে কবে,
সেই ছবি দেখে স্বপনে ॥
ফুলগুলি বরণ-মালার
আজো গাঁথা হয়নিকো তার
ফাগুণ বাতাস দেয়নি দোলা,
আজো তার মনের বনে ॥
রাজার কুমার বুঝি আসছে,
তাই। স্বপ্নও লাগে এত মিষ্টি।
রাতের আকাশ ভ'রে ঝরছে
ঝিকিমিকি জ্যোছনার বিষ্টি !!
হৃদয়-কমল বুঝি ফুটলো
বনের পাপিয়া গেয়ে উঠলো
স্বপনেই রাজকুমারী
(হ'ল) স্বয়ম্বরা গোপনে ॥

(২)

(বাসরের গান)

ভালবাসি চাঁদ আর চানাচুর,
ভালবাসি বিয়েবাড়ী, সানায়ের সুর।
ভালবাসি দলবেঁধে বাসর-জাগা,
মনে মনে প্রণয়ের ছন্দ লাগা।
ভালবাসি চৈতালি হাওয়া ফুরফুর,
ভালবাসি চাঁদ আর চানাচুর ॥
ভালবাসি পয়লাতে মাইনে পাওয়া,
পুজোর ছুটির দিনে চেঞ্জে যাওয়া।
ভালবাসি চকোলেট্ ম্যাগ্‌নোলিয়া
(আর) প্রিয় যবে কানে কানে ডাকে 'প্রিয়া'।
ভালবাসি চার-চোখে মিলন-মধুর
ভালবাসি চাঁদ আর চানাচুর ॥

(৩)

(পদ্মার গান)

কাছে কাছে তুমি থাকো
তবু কেন এত দূরে ?
মিলনের মাঝে কেন বাঁশী বাজে
বিরহ বিধুর সুরে ;
আমি রেখেছি দুয়ার খুলিয়া
তুমি গিয়াছ কি পথ ভুলিয়া
আজো কেন হায়,
এলেনা আমার
সকল ভুবন জুড়ে ॥
তুমি কি আজিও জান না !
আমারও ভুবনে আছে বসন্ত,
আছে মিলনের কামনা ॥
(তবু) আমারেত জয় করিয়া
(তুমি) নিলে না গো আজো হরিয়া
হৃদয়ে তোমার ঠাঁই দেবে কবে,
হৃদয়ের বন্ধুরে ॥

(৪)

(স্টেজের গান)

তুমি আমি আর সাগর-কিনার
ম[illegible]মার এই শুধু চায়।
কিছু গা[illegible]র, স্বপ্ন-মধুর,
এই নিয়ে নিশি যেন যায় ॥
আমার হিয়ার কূলে গো,
ওঠে সাগরের ঢেউ দুলে গো,
আজো মনে হয়
নিশি মধুময়,
এজীবনে যেন না পোহায় ॥
ঘুম নাহি আর চাঁদের চোখে,
(তুমি) নাই বা ঘুমালে এখনি,
নয়নে তোমার যে চাঁদ জাগে,
তুমি কি তাহা দেখনি ?
(আজ) সাধ জাগে মোরা দু'জনে
চলে যাই সেই ভুবনে,
যেথা এ জীবন, সুখের স্বপন
হৃদয় যেথায় সাথী পায় ॥

ডি, জি, পিক্‌চার্সের দ্বিতীয় নিবেদন ঃ—

অপরাধ কাহার জানিনা, তবু মানুষের মন কত ভুল করে, কত বেদনা পায়। মানব মনের সেই বিচিত্র অতলস্পর্শী রহস্যের দুয়ারে দাঁড়াইয়া, ভালবাসা করুণা ও অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত মনের রূপ দেখিয়া চমকিত হইতে হয়—চোখের জল রোধ করা যায় না।

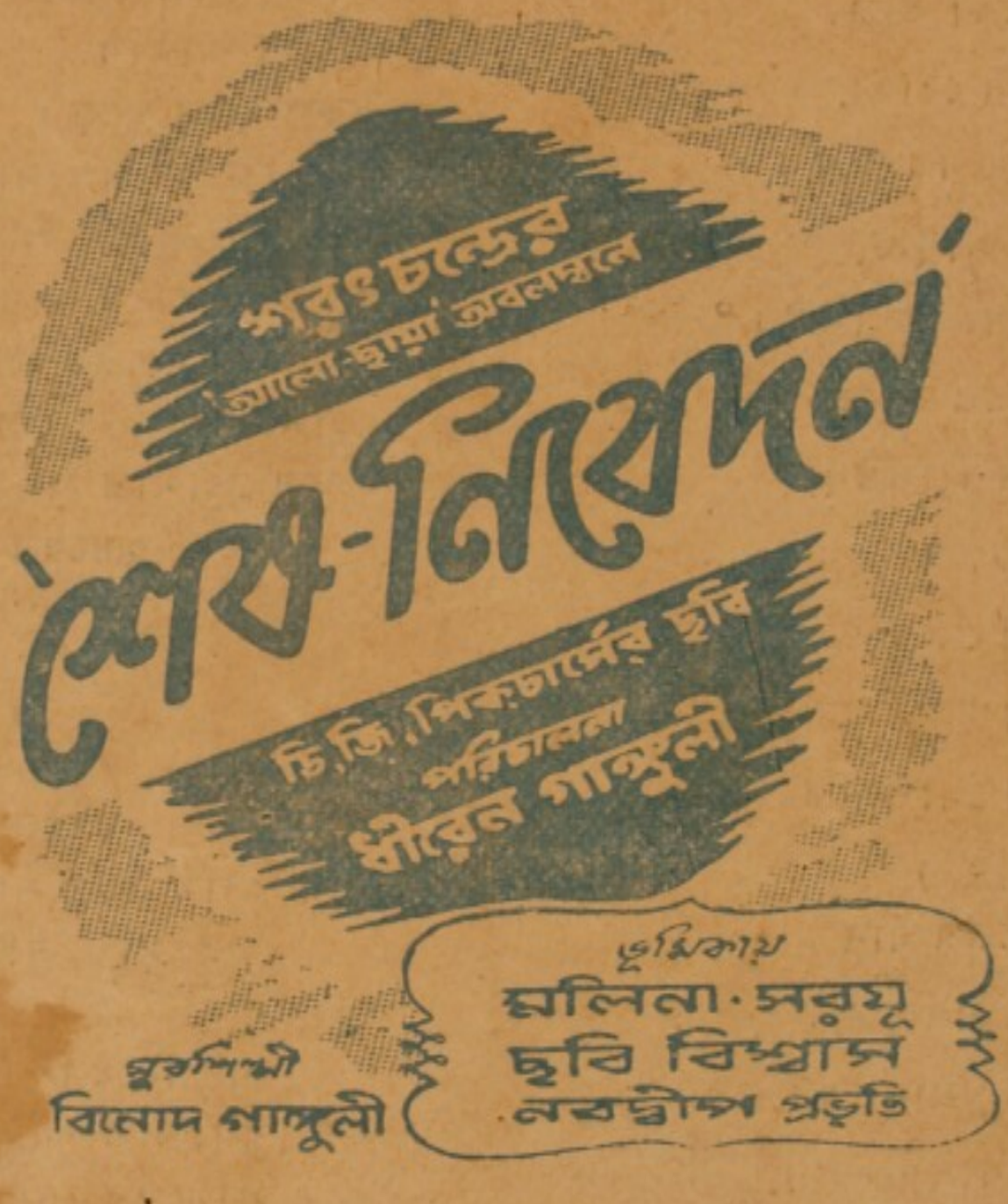

দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্ত্তৃক চিত্র-নাট্যে রূপান্তরিত।

পরিবেশক ঃ—প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিমিটড্।

ডি, জি, পিক্‌চার্সের পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
জুভেনাইল আর্ট প্রেস, ৮৬নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
জি, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—দুই আনা।